BA CBCS POLITICAL SCIENCE HONOURS -4TH SEM
GE4 : United Nations and Global Conflicts

Topic II. Major Global Conflicts since the Second World War
(Korean War and Vietnam War)

BY – PROF. SHYAMASHREE ROY

(a) KOREAN WAR

জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিলের রেজোলিউশন ৮২, জুন, ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিলের (ইউএনএসসি) গৃহীত একটি পদক্ষেপ ছিল. প্রস্তাবটি উত্তর কোরিয়াকে অবিলম্বে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ শুরু করার দাবি জানিয়েছিল, কোরিয়ান যুদ্ধের সূত্রপাতের অনুঘটক। এই পদক্ষেপটি 9 টি সমর্থনের ভোট দিয়ে গৃহীত হয়েছিল, কোনওটিই বিরোধী ছিল না এবং একটি অবহেলা।

কোরিয়ান উপদ্বীপ ৩৮ তম সমান্তরালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলদার বাহিনীর মধ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি সরকার দখলদারী সীমান্তের পাশ দিয়ে একটি সরকার গঠনের চেষ্টা করেছিল এবং শীতল যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে দুই কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। এগুলি 25 জুন দক্ষিণের উপর আগ্রাসনের সাথে মুক্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সময়ে, জাতিসংঘ দক্ষিণ কোরিয়াকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং এটিকে একমাত্র বৈধ সরকার হিসাবে বিবেচনা করেছিল।

রেজুলেশনে উত্তরের প্রতি তাত্ক্ষণিকভাবে তার আক্রমণ বন্ধ করার এবং তার সেনাবাহিনীকে 38 তম সমান্তরালে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কূটনৈতিক জয় হিসাবে দেখা, উত্তর কোরিয়া এই প্রস্তাবটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল। এটি ইউএন এবং মার্কিনকে আরও পদক্ষেপ নিতে নিয়ে এসেছিল এবং এই রাষ্ট্রকে ব্যাপক আন্তর্জাতিক জড়িত হওয়া এবং কোরিয়ান যুদ্ধের প্রসারের জন্য স্থাপন করেছিল।

কোরিয়া বিভাগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে, কোরিয়ান উপদ্বীপ, যা এখনও পর্যন্ত জাপানের সাম্রাজ্য দ্বারা দখল করা হয়েছিল, ৩৮ তম সমান্তরালে বিভক্ত হয়েছিল। উত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়ন (ইউএসএসআর) দেশটি দখল করেছে, যা নিজেকে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিম ইল সংয়ের অধীনে গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া।] দক্ষিণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন) দেশটি দখল করে, প্রতিষ্ঠা করেছিল গণতান্ত্রিক বিরোধী কমিউনিস্ট নেতার নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের কোরিয়া,

সিঙ্গম্যান রাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউএসএসআরের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে কোরিয়ার প্রতিটি সরকার দাবি করেছিল যে তার পুরো দেশের উপর সার্বভৌমত্ব রয়েছে [

১৪ ই নভেম্বর, ১৯৪৪ সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশন ১১২ কোরিয়ায় অবাধ নির্বাচন নিরীক্ষণের জন্য একটি অস্থায়ী কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘ একটি সরকারের অধীনে কোরিয়া পুনরায় একত্রিত করার পরিকল্পনা করেছিল,] তবে জাতিসংঘ কমিশন উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করতে অক্ষম ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার পরে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশন ১৯৫৮ সালের ১২ ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ এ বলেছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সরকারের অধীনে এই জাতি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত দখলদার বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে হবে।

সময় বাড়ার সাথে সাথে উত্তর কোরিয়ার সরকার আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং উত্তর এবং দক্ষিণের সেনাদের মধ্যে সংঘাতগুলি সাধারণ হয়ে ওঠে। জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষকদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং এটিকে বাড়ানো থেকে রোধ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ২১ শে অক্টোবর গৃহীত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন ২৯৩, কেবলমাত্র দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারকে আইনী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর অংশ হিসাবে, উত্তর কোরিয়া জাতিসংঘের কোরিয়ায় জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের বৈধতা অস্বীকার করে এবং বলেছে যে এটি জাতিসংঘকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে বলে প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া জারি করেছে।

যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব

1950 সালের 25 জুন রাতে উত্তর কোরিয়া পিপলস আর্মির দশটি বিভাগ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের উপর একটি সম্পূর্ণ স্কেল আক্রমণ শুরু করে। 89,000 পুরুষের বাহিনী ছয়টি কলামে সরে গিয়ে অবাক করে দিয়ে রিপাবলিক কোরিয়া সেনাবাহিনীকে ধরে ফেলল, যার ফলে একটি পথ চলল। ক্ষুদ্র দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী ব্যাপক সরঞ্জামের অভাবে ভুগেছে, এবং তারা যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত ছিল।] সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চতর উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার 38,০০০ সৈন্যের দক্ষিণে অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হওয়ার আগে বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধকে পরাস্ত করেছিল। আক্রমণের মুখে দক্ষিণ কোরিয়ার বেশিরভাগ বাহিনী পিছু হটেছিল। উত্তর কোরিয়ানরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে যাওয়ার পথে বেশ ভালভাবেই এগিয়ে গিয়েছিল, সরকার এবং তার ছিন্নভিন্ন সেনাবাহিনীকে আরও দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছিল।

এই আক্রমণের খবর কোরিয়ায় রাষ্ট্রদূত এবং সংবাদদাতাদের মাধ্যমে দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকরা প্রথম আক্রমণটির পাঁচ ঘন্টার মধ্যে এই আক্রমণ সম্পর্কে খবর দিচ্ছিলেন। ট্রুমান সংঘাতের বৃদ্ধি রোধ করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ করার সংকল্প করেছিলেন। মুচিও রিয়ের সাথে দেখা

করেছিলেন, যিনি তাকে জানিয়েছিলেন যে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী দশ দিনের মধ্যে গোলাবারুদ শেষ করে দেবে, এবং নিজেই আক্রমণ চালাতে সক্ষম হবে না। তিনি জাতিসংঘ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিরোধে দক্ষিণ কোরিয়াকে সহায়তা করার অনুরোধ করেছিলেন।

লাই নিউইয়র্ক সিটি, নিউইয়র্কে ২ June শে জুন 473 তম বৈঠকের জন্য জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলকে (ইউএনএসসি) ডেকেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল যাতে বলা হয়েছিল যে উত্তর কোরিয়ার আগ্রাসন অষ্টম অধ্যায় লঙ্ঘন করে শান্তির লঙ্ঘন ছিল। জাতিসংঘের সনদ ইউএনএসসি রেজুলেশনটি নিয়ে বিতর্ক করে এবং তা পাস করার আগে এর শব্দের সংশোধন ও সংশোধন করে।

সমাধান

সুরক্ষা কাউন্সিল,

1949 সালের 21 অক্টোবর রেজুলেশনের 293 (চতুর্থ) সাধারণ পরিষদের অনুসন্ধানের কথা স্মরণ করে যে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র একটি আইনত প্রতিষ্ঠিত সরকার যে কোরিয়ার সেই অংশের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং এখতিয়ার রয়েছে যেখানে কোরিয়ায় জাতিসংঘের অস্থায়ী কমিশন ছিল পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ নিতে সক্ষম এবং এতে কোরিয়ার জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রয়েছে; এই সরকার নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে যেগুলি কোরিয়ার সেই অংশের ভোটারদের স্বাধীন ইচ্ছার বৈধ বহিঃপ্রকাশ এবং যা অস্থায়ী কমিশন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, এবং কোরিয়ায় এইমাত্র এই সরকারই,

১৯৪৮ সালের ১২ ই ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালের ২১ ডিসেম্বর (২ য়) এবং ২১ শে অক্টোবর ১৯৯৯ এর ২৯৩ (চতুর্থ) সাধারণ পরিষদ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, তাতে যে ফলাফলগুলি হতে পারে তার ফলস্বরূপ ফলাফলগুলি হতে পারে, যদি না সদস্য রাষ্ট্রগুলি ফলাফল অর্জনের জন্য অবমাননাকর আচরণ থেকে বিরত থাকে তবে কোরিয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং unity আনতে জাতিসংঘ; এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, জাতিসংঘের কোরিয়া সম্পর্কিত কমিশন তার রিপোর্টে বর্ণিত পরিস্থিতি প্রজাতন্ত্র কোরিয়া এবং কোরিয়ার জনগণের সুরক্ষা এবং মঙ্গলকে হুমকির মুখে ফেলেছে এবং সেখানে উন্মুক্ত সামরিক সংঘাতের কারণ হতে পারে,

উত্তর কোরিয়ার বাহিনী দ্বারা প্রজাতন্ত্র কোরিয়ায় সশস্ত্র হামলার গুরুতর উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে,

নির্ধারণ করে যে এই পদক্ষেপটি শান্তির লঙ্ঘন করে; এবং আমি শত্রুতা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কল;

উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে তত্ক্ষণাত 38 তম সমান্তরালে প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো;

II

কোরিয়ায় জাতিসংঘ কমিশনকে অনুরোধ:

(ক) পরিস্থিতি সম্পর্কে এর সম্পূর্ণ বিবেচিত সুপারিশগুলিকে কমপক্ষে সম্ভাব্য বিলম্বের সাথে যোগাযোগ করা;

(খ) ৩৮ তম সমান্তরালে উত্তর কোরিয়ার বাহিনী প্রত্যাহার পর্যবেক্ষণ;

(গ) সুরক্ষা কাউন্সিলকে এই রেজোলিউশন কার্যকর করার বিষয়ে অবহিত করা:

III

সমস্ত সদস্য দেশকে এই রেজোলিউশন কার্যকর করতে এবং জাতিসংঘকে প্রতিটি সহায়তা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

প্রস্তাবটি 7 সমর্থন করে এবং বিরোধী না করেই পাস হয়েছিল। সহায়ক দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, কিউবা, ইকুয়েডর এবং নরওয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিশর ও ভারতের যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি আলে বেবলার ভোটদান থেকে বিরত ছিলেন। বছরের শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (মূলভূমি) নিয়ে চীন প্রজাতন্ত্রের (তাইওয়ান) যাওয়ার স্থায়ী নিরাপত্তা কাউন্সিলের আসন নিয়ে প্রক্রিয়াগত মতবিরোধের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি জাতিসংঘের সমস্ত সভা বর্জন করেছিলেন। জাতিসংঘে সোভিয়েতের রাষ্ট্রদূত ইয়াকভ মালিককে ব্যক্তিগতভাবে ইউএনএসসি সভায় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী জোসেফ স্টালিনের অংশ না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মিথ্যাবাদটির দৃ of় সমর্থক ছিলেন, কারণ তিনি বিরোধকে জাতিসংঘের কর্তৃত্বের পক্ষে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখছিলেন।

পরিণতি

এই প্রস্তাবটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিজয় হিসাবে দেখা হয়েছিল, কারণ এটি উত্তর কোরিয়াকে দ্বন্দ্বের আগ্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

মার্কিন প্রতিনিধিরা পরে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে এবং একটি বার্তা প্রেরণ করে অনুরোধ করে যাতে ক্রেমলিন উত্তর কোরিয়ার উপর তার প্রভাবটিকে রেজোলিউশন মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই আবেদন অস্বীকার করে। সংঘাত নিরসনে রেজুলেশনটির অকার্যকার্যতার সাথে, ইউএনএসসি ২ 27 শে জুন অধিবেশনকে আরও পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছিল, ফলস্বরূপ জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের রেজুলেশন ৮৩-এর ফলস্বরূপ, কোরিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য দেশগুলির সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যে, বেশ কয়েকটি দেশ থেকে জাহাজ ও বিমান এবং পাশাপাশি মার্কিন সেনার প্রথম বড় আকারের দলগুলি দক্ষিণ কোরিয়ায় পাড়ি জমান, পুরোপুরি দ্বন্দ্বের জন্য মঞ্চস্থ করে।

(b) Vietnam War /ভিয়েতনাম যুদ্ধ

ভিয়েতনাম যুদ্ধ (ভিয়েতনামে দ্বিতীয় ইন্দোচিনা যুদ্ধ বা আমেরিকান যুদ্ধ নামেও পরিচিত) ১৯৫৫-৩০ এপ্রিল ১৯ 197৫-এপ্রিল ১৯ 197৫, (১৯ বছর, ৫ মাস, ৪ সপ্তাহ এবং এক দিন) স্থায়ী হয়েছিল। এটি উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। উত্তর ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং উত্তর কোরিয়া সমর্থন করেছিল, দক্ষিণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফিলিপাইন সমর্থন করেছিল। অন্যান্য দেশের লোকেরাও লড়াই করতে গিয়েছিল কিন্তু তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীতে নয়। কমিউনিস্ট এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে এই দ্বন্দ্বটি শীতল যুদ্ধের অংশ ছিল।

ভিয়েতনাম কংগ্রেস (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, বা এনএলএফ নামে পরিচিত), একটি দক্ষিণ ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট শক্তি যা উত্তর সাহায্য করেছিল। এটি দক্ষিণে সাম্যবাদবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করেছিল। ভিয়েতনামের পিপলস আর্মি (উত্তর ভিয়েতনামি সেনা নামেও পরিচিত) আরও প্রচলিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, অনেক সময় বড় বাহিনীকে যুদ্ধে নামিয়েছিল।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ অত্যন্ত বিতর্কিত হয়েছিল, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে, এবং এটিই প্রথম যুদ্ধ যা সরাসরি টেলিভিশন প্রচারের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পরাজিত প্রথম সশস্ত্র সংঘাতও ছিল। যুদ্ধটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এত জনপ্রিয় ছিল না যে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি নিক্সন 1973 সালে আমেরিকান সৈন্যদের দেশে পাঠাতে রাজি হন।

পটভূমি এবং কারণ

1859 এবং 1862 এর মধ্যে ফ্রান্স ভিয়েতনামকে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে, যখন তারা সাইগনের নিয়ন্ত্রণ নেয়। 1864 সালের মধ্যে তারা ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলীয় কোচিনচিনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। 1864 সালে ফ্রান্স ভিয়েতনামের বৃহত কেন্দ্রীয় অংশ আনামের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ফ্রান্স চীন-ফরাসী যুদ্ধে (1884-1885) চীনকে পরাজিত করার পরে তারা ভিন্টেমের উত্তরের অংশ টনকিনের দখল নেয়। কম্বোডিয়া রাজ্যের পাশাপাশি ভিয়েতনামের এই তিনটি অঞ্চল (কোচিনচিনা, আনাম ও টঙ্কিন) থেকে ফরাসী ইন্দোচিনা গঠিত হয়েছিল 1887 সালের অক্টোবরে। লাওস 1893 সালে থাইল্যান্ড, ফ্রান্সকো-সিয়ামেস যুদ্ধের সাথে যুদ্ধের পরে যুক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, নাৎসি জার্মানি 1940 সালে ফরাসিদের পরাজিত করার পরে, ফরাসি ইন্দোচিনা ভিজি ফরাসী সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, এটি

নাজি জার্মানি দ্বারা অনুমোদিত পুতুল সরকার ছিল। মার্চ 1945 সালে ইম্পেরিয়াল জাপান দ্বিতীয় ফরাসি ইন্দোচিনা প্রচার শুরু করে। ১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপান তাদের আত্মসমর্পণ না হওয়া পর্যন্ত ইন্দোচীনাকে দখল করে।

নাজি জার্মানির পরাজয়ের পরে, ভিচি সরকার আর ফ্রান্স বা তার অঞ্চলগুলির নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের নবগঠিত অস্থায়ী সরকার প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে ইন্দোচিনায় অবস্থিত তার পূর্ববর্তী উপনিবেশগুলির নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভিয়েতনামে তাদের উপনিবেশ ফিরে পাওয়ার ফরাসী প্রচেষ্টাটির ভিয়েতনাম সেনাবাহিনী ভিয়েতনাম মিন নামে বিরোধিতা করেছিল।

ভিয়েতনাম মিনহ ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার নেতৃত্বে ছিলেন হা চি মিন। এটি ফ্রান্স এবং ভিয়েতনামের মধ্যে প্রথম ইন্দোচিনা যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে। 1946 সালের নভেম্বর মাসে হাইফং হারবারের ফরাসী বোমা হামলা দিয়ে লড়াই শুরু হয়েছিল এবং ডিয়ান বিয়েন ফু-তে ভিয়েতনাম মিনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল।

১৯৫৪ সালের জুলাইয়ে ফ্রান্স ও ভিয়েতনাম মিন জেনেভা শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এর ফলশ্রুতিতে ভিয়েতনামকে ১th তম সমান্তরালভাবে উত্তর বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল, হো চি মিনের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে এবং ক্যাথলিক-বিরোধী কমিউনিস্ট বিরোধী এনজিও দিনহ ডাইমের নেতৃত্বে একটি দক্ষিণাংশ ছিল। ১৯৫6 সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এই বিভাজনটি অস্থায়ী ছিল। তবে, ডেম তার পক্ষে ক্ষমতা বজায় রাখতে 1956 সালে সন্দেহভাজন কমিউনিস্ট সহানুভূতিশীলদের গ্রেপ্তার শুরু করেছিলেন। নির্বাচন কখনও অনুষ্ঠিত হয় নি, এবং 1957 সালে উত্তর ভিয়েতনামি দক্ষিণের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট বিরোধী সরকারকে সমর্থন করেছিল। এটি দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা করার জন্য সামরিক উপদেষ্টাদের প্রেরণ শুরু করে। দক্ষিণ দক্ষিণ ভিয়েতনাম ভিত্তিক একটি কমিউনিস্ট দল ভিয়েতনাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল যা উত্তর ভিয়েতনামের সাথে জোটবদ্ধ ছিল। 1957 সালে ভিয়েতনাম কংগ্রেস হত্যার অভিযান শুরু করে। ১৯৫৯ সালে উত্তর ভিয়েতনাম নাটকীয়ভাবে ভিয়েতনাম কংগ্রে সামরিক সহায়তা বৃদ্ধি করে, যা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক ইউনিটগুলিতে আক্রমণ শুরু করে। আমেরিকান ডোমিনো তত্ত্বে তারা আশঙ্কা করেছিল যে ভিয়েতনামে কমিউনিজম ধরলে তা আশেপাশের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

টনকিনের উপসাগর রেজোলিউশন

2 আগস্ট 1964-এ, ধ্বংসকারী ইউএসএস ম্যাডক্স উত্তর ভিয়েতনামের উপকূলে একটি গোয়েন্দা মিশনে টঙ্কিন উপসাগরে ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তিনটি উত্তর ভিয়েতনামি টর্পেডো নৌকো ধ্বংসকারীকে আক্রমণ করেছিল। ম্যাডডক্স পাল্টা গুলি চালিয়ে তিনটি টর্পেডো নৌকার ক্ষতি করে। এরপরে মার্কিন দাবি করেছিল যে দুদিন পরে টর্পেডো নৌকাগুলি আবার মাদডক্স এবং ধ্বংসকারী

ইউএসএস টার্নার জয়কে আক্রমণ করেছিল। এই দ্বিতীয় আক্রমণে মার্কিন জাহাজগুলি টর্পেডো নৌকাগুলি আসলে দেখেনি, তবে বলেছিল যে তারা তাদের জাহাজের রাডার ব্যবহার করে খুঁজে পেয়েছে।

কথিত দ্বিতীয় হামলার পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালিয়েছিল। কংগ্রেস 1964 সালের আগস্ট টনকিনের উপসাগরীয় যৌথ রেজোলিউশন (এইচ। জে.আর.এস.ই.এস. ১১.৪৫) পাস করেছিল। এটি রাষ্ট্রপতিকে যুদ্ধ ঘোষণা না করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর সামরিক অভিযান পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করে। এই হামলার কোনও প্রমাণ খুব কম ছিল এবং কারও দ্বারা এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে তারা ইন্দোচিনায় প্রসারিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তির অজুহাত ছিল।

উত্তর ভিয়েতনামী এবং ভিয়েতনাম কংগ্রে হো চি মিন ট্রেইল নামে পরিচিত গোপন পথগুলির বিশাল নেটওয়ার্ক সরবরাহ করেছিল যা খুব ভালভাবে লুকানো ছিল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এটি বোমা মেরে ধ্বংস করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। উত্তর ভিয়েতনামের সরবরাহ এবং সৈন্যদের লাওসের মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট বাহিনীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। আমেরিকান বিমানগুলি হো চি মিন ট্রেইলে ভারী বোমাবর্ষণ করেছিল; লাওসের উপর 3,000,000 সংক্ষিপ্ত টন (2,700,000 টি) বোমা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এটি ধীর হয়ে গেছে কিন্তু ট্রেইল সিস্টেমটি থামেনি।

1968 এর টিট আক্রমণাত্মক সময়ে গুরুতর কমিউনিস্ট ক্ষতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনেক সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব করে দেয়। "ভিয়েতনামাইজেশন" নামক নীতিমালার অংশ হিসাবে, দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনারা যে আমেরিকান চলে গেছে তাদের প্রতিস্থাপনের জন্য প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করা হয়েছিল। 1973 সালে, আমেরিকান সেনার 95 শতাংশ চলে গেছে।

1973 সালের জানুয়ারিতে প্যারিসে সমস্ত পক্ষের দ্বারা একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তবে লড়াই 1975 সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

সাইগনের পতন

সাইগনের পতন হ'ল দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগনকে দখল করা হয়েছিল, পিপলস আর্মি অফ ভিয়েতনাম এবং ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট 1975 সালের ৩০ এপ্রিল। একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে।

শহরটি পড়ার আগে কয়েক হাজার আমেরিকান বেসামরিক ও সামরিক কর্মী ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সহ কয়েক হাজার দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্য ও বেসামরিক লোক পালিয়ে গিয়েছিল।

জেনারেল ভান তান ডান এর কমান্ডে উত্তর ভিয়েতনামি বাহিনী সাইগনের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করেছিল, যা জেনারেল নুগেইন ভ্যান টান দ্বারা ২৯ শে এপ্রিল টন সান নহাত বিমানবন্দরে একটি ভারী কামান বোমা হামলায় মারা

গিয়েছিল এবং শেষ নিহত দুই আমেরিকান সেনা সদস্যকে হত্যা করেছিল। ভিয়েতনাম, চার্লস ম্যাকমাহন এবং ডারউইন জজ।

পরের দিন বিকেলে উত্তর ভিয়েতনামের সেনারা শহরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি দখল করে নিয়েছিল এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের উপরে তাদের পতাকা তুলেছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার খুব শীঘ্রই এর আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেছে।

কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিনের পরে সাইগনের নামকরণ করা হয়েছিল চি চি মিন সিটি।

সে সময় সাইগনে থাকা যে কোনও আমেরিকানকে হেলিকপ্টার বা ফিক্স-উইং বিমানের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সাইগনের আত্মসমর্পণটি দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নিজেই জেনারেল ডুং ভান মিন বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "রক্তপাত এড়ানোর জন্য আমরা আপনার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এসেছি।" দেশটি ভেঙে পড়ার সাথে সাথে জেনারেল মিন দু'দিন দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।